**ন্যাশনাল ডিফেন্স এবং সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ - ১২তম যৌথ সভা**

সূচনা বক্তব্য

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

এএফডি কনফারেন্স রুম, বুধবার, ০২ চৈত্র ১৪১৭, ১৬ মার্চ ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সিনিয়র সহ-সভাপতি,

উপ-সভাপতিবৃন্দ,

সদস্যগণ।

আসসালামু আলাইকুম।

আজ আমি ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ ও সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ-এর দ্বাদশ যৌথ সভায় উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মার্চ মাস স্বাধীনতার মাস। আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২-লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনের প্রতি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় ৪ নেতার প্রতি। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সহমর্মিতা জানাচ্ছি।

সুধিবৃন্দ,

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ ও সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ বাংলাদেশের দুটি অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। উন্নত ও যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান দুটি ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিকমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা অর্জনের পিছনে এ প্রতিষ্ঠান দুটির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে এ প্রতিষ্ঠান দুটি থেকে বন্ধুপ্রতীম ৩৫টি দেশের সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারগণ প্রশিক্ষন গ্রহণ করে আসছেন। তাঁরা নিজ নিজ দেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

এ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এসব বন্ধুপ্রতীম দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও জোরদার হয়েছে। প্রতিষ্ঠান দুটি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশকে পরিচিত করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

আমি আশাবাদী যে, এ প্রতিষ্ঠান দুটির কার্যক্রমের উচ্চমান আগামীতে অব্যাহত থাকবে। আরও বেশি বিদেশী সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা এখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আসবেন।

বর্তমান বিশ্বে প্রতিরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপ্তি ও পরিসর বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। চিরাচরিত রাষ্ট্রের নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, জাতীয় সমৃদ্ধি ও পরিবেশগত নিরাপত্তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তাই সামরিক বাহিনীর সদস্য ছাড়াও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত বেসামরিক প্রশাসনের সদস্যদের জন্য প্রতিরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। আমি আনন্দিত যে, সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ এই কাজটি অত্যন্ত সুচারুভাবে বাস্তবায়ন করছে।

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ এবং সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজের উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমরা এবার সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর পরই ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ এবং সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজের প্রশিক্ষণগত ও আবাসিক প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা নিয়েছি।

অবকাঠামোগত সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এর আওতায় ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের সম্প্রসারিত ‘বি' টাইপ অফিসার্স আবাসিক ভবন ও একটি সিওডি টাইপ বহুতল অফিসার্স আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ চলছে।

সামরিক বাহিনী কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজে একটি বহুতল একাডেমিক এবং একটি বহুতল অফিসার আবাসিক ভবন নির্মিত হচ্ছে।

অবকাঠামোগত এই সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান দুটির সার্বিক মান আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশাবাদী।

প্রতিষ্ঠান দুটির প্রশাসন বরাবরই দক্ষতার পরিচয় দিয়ে আসছে। এজন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিদ্যমান সম্পদ, প্রশিক্ষণ উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা এবং বরাদ্দকৃত বাজেটের আরও সুষ্ঠু ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য আমি সংশ্লিষ্টদের আহবান জানাচ্ছি।

আমি বোর্ডের সকল সদস্যের প্রতি আহবান জানাব, এ প্রতিষ্ঠান দুটি যাতে আগামী দিনগুলোতে আরও কার্যকরভাবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করতে পারে এ ব্যাপারে আপনারা দিক-নির্দেশনা দিবেন।

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সভার কাজ পরিচালনার জন্য আহবান জানাচ্ছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

.....